ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৪৭ ● কলকাতা ● ০৫ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

সুকান্ত বনাম শুভেন্দু কোন্দল প্রকাশ্যে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সুকান্ত বনাম শুভেন্দু কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছিল। আর তা নিয়ে অস্বস্তি চরমে উঠেছিল। আদি-নব্যের দ্বন্দ্ব বিজেপিতে লেগেই আছে। সেটা দিলীপ ঘোষের কথা শুনলেই বোঝা যায়। সম্প্রতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটি ফেসবুক পোস্ট আরও গোষ্ঠীকোন্দল বাড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ নিয়োগ দুর্নীতিতে শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীর নাম সামনে এসেছে।হলদিয়া-সহ পূর্ব মেদিনীপুরের সংগঠনে যাঁর বিশেষ নাম রয়েছে তিনি

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

বিধানসভার অধিবেশন থেকে শুভেন্দু-সহ ৪ বিজেপি বিধায়ককে একমাসের জন্য সাসপেন্ড করেছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসময় অন্য ছবি দেখা যাবে বিধানসভার বাইরে। মুখ্যমন্ত্রী যখন বিধানসভার ভেতরে বক্তব্য রাখবেন, তখন বাইরে বক্তব্য রাখবেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শোনা যাবে।এরপরই কার্যত মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যেদিন অধিবেশনে আসবেন, বিজেপি বিধায়করা বিধানসভায় উপস্থিত থাকবেন না। আমরা ধর্না প্রদর্শন করব। আর আগামিকাল বিধানসভায় আমার যে বক্তব্য রাখার কথা ছিল, আমি বিধানসভার বাইরে বক্তব্য রাখব।" সেই বক্তব্যের লাইভ সম্প্রচার হবে জানিয়ে তিনি বলেন, "বাংলার জনগণ যত সংখ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনবেন, তার চেয়ে দশগুণ মানুষ দয়া করে আপনাদের বিরোধী দলনেতার কথা শুনবেন। আমরা আগামিকাল

এরপর 3 পাতায়

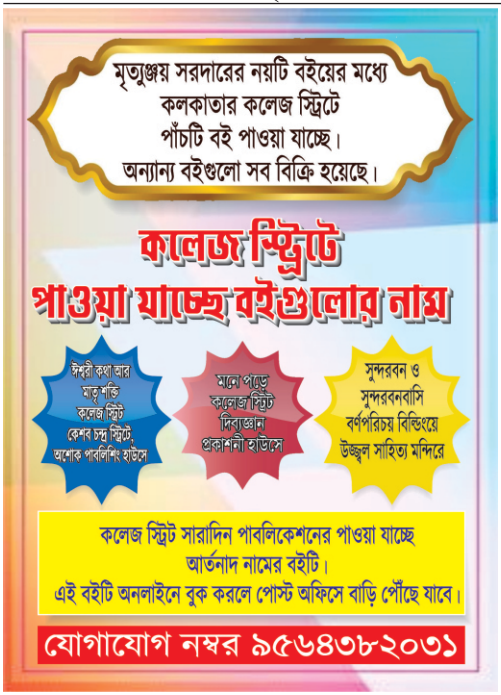

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস! মহিলার অভিযোগে গ্রেপ্তার বনগাঁর নির্দল কাউন্সিলর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বনগাঁ: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার বনগাঁর ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর চিরঞ্জিৎ বিশ্বাস। রবিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। সোমবার কাউন্সিলরকে বনগাঁ আদালতে তোলা হবে। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ বারবার অস্বীকার করেছেন ওই নির্দল কাউন্সিলর।সুবিচারের দাবিতে শনিবার রাত এবং রবিবার সকালে কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে হাজির হন মহিলা। চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করেন। তা শুনে এলাকার বহু মানুষ জড়ো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বনগাঁ থানার পুলিশ। মহিলাকে কাউন্সিলের বাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাউন্সিলর চিরঞ্জিৎ বিশ্বাস অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেন। মহিলার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। তবে মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই নির্দল কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে বলেই দাবি।

অভিযোগকারী মহিলা স্বামীর সঙ্গে অশান্তির জেরে এক সন্তানকে নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকেন। সেই সময় কাউন্সিলর চিরঞ্জিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ হয়। কাউন্সিলর তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন বলেই অভিযোগ মহিলার। ওই মহিলার আরও দাবি, বিয়ের প্রতিশ্রুতি একাধিকবার যৌন সম্পর্ক হয় তাঁদের। যদিও পরে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন কাউন্সিলর। ওই মহিলাকে গালিগালাজ করেন বলেও অভিযোগ। এমনকী তাঁকে ফোনে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়।

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নামে ভুয়ো নিয়োগ অভিযান চালাচ্ছে জাতীয় গ্রাম উন্নয়ন ও বিনোদন মিশন (এনআরডিআরএম) নামে একটি সংস্থা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সাধারণ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাতে চায় যে, একটি সংস্থা, মন্ত্রকের নামে নিয়োগ অভিযানের জন্য প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। জাতীয় গ্রামীণ উন্নয়ন ও বিনোদন মিশন এনআরডিআরএম নামে এই সংস্থাটি নতুন দিল্লির ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে তাদের অফিস রয়েছে এবং http://www.nrdrm.com (http://www.nrdrm.com এই ওয়েবসাইটটি রয়েছে বলে দাবি করেছে। এই সংস্থা কোনোভাবেই ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক (এমওআরডি) – এর আওতাধীন নয়।

সাধারণ মানুষকে এতদ্বারা সতর্ক করে জানানো হচ্ছে যে, জাতীয় গ্রামোন্নয়ন ও বিনোদন মিশন কর্তৃক পরিচালিত যে কোনও নিয়োগ কর্মসূচি প্রতারণামূলক বলে বিবেচিত হতে পারে। এর কোনও অনুমোদন নেই।

মন্ত্রক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও পর্যায়েই কোনও ফী বা অন্য কোনও অর্থ নেয় না। আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করে না। এই বিভাগে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য যথাযথভাবে সরকারি ওয়েবসাইট http://rural.gov.in – এ পোস্ট করা হয়।

হাসিনাকে হঠানো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জোটে ভাঙন, নয়া সংগঠনের ঘোষণা বিক্ষুব্ধদের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

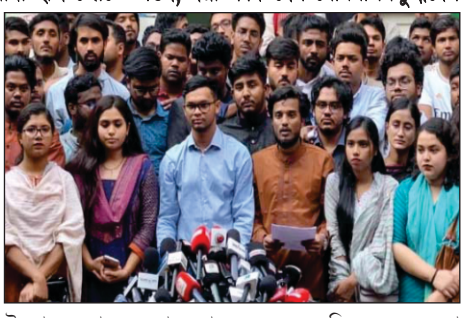

ঢাকা: শেখ হাসিনাকে উচ্ছেদকারী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) নতুন সংগঠনের কথা ঘোষণা করেছেন জুলাই-অগস্টে হাসিনা বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা বেশ কয়েকজন সমন্বয়ক। যদিও নয়া সংগঠনের নাম এখনও প্রকাশ করা হয়নি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন সংগঠন এবং পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন বিক্ষুব্ধদের নেতা আবুল বাকের মজুমদার।সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে নাহিদ-আসিফ-সারজিস ও হাসনাতদের কোটি কোটি টাকা লুঠের বিষয়টি ভালভাবে মেনে নিতে পারেননি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আবুল বাকের মজুমদার, হাসিব আল ইসলাম, আব্দুল কাদেররা। পড়ুয়াদের নামে নাহিদদের নিজের আখের গোছানোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে বেরিয়ে নতুন সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের সামনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিক্ষুব্ধদের নেতা আবুল বাকের মজুমদার বলেন 'আমাদের নতুন সংগঠন কোনও লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি করবে না। এর স্লোগান হবে 'স্টুডেন্ট ফার্স্ট, বাংলাদেশ ফার্স্ট'। আমাদের কাঙ্ক্ষিত সংগঠনের নাম ও আত্মপ্রকাশের তারিখ সম্পর্কে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। দুই দিন অনলাইন ও অফলাইনে জনমত জরিপের মাধ্যমে এই

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বিধানসভার অধিবেশন থেকে শুভেন্দু-সহ ৪ বিজেপি বিধায়ককে একমাসের জন্য সাসপেন্ড করেছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালবেলায় ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেল, ইনস্টাগ্রামে সেই লিঙ্ক দিয়ে দেব।"মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ১০ গুণ মানুষ যাতে তাঁর বক্তব্য শোনেন, সেই আবেদন জানালেন বিরোধী দলনেতা।

বিধানসভার অধিবেশন থেকে শুভেন্দু-সহ ৪ বিজেপি বিধায়ককে একমাসের জন্য সাসপেন্ড করেছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার অধিবেশন চলাকালীন কাগজ ছিঁড়ে অধ্যক্ষের চেয়ারের দিকে ছোড়ার অভিযোগ ওঠে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে। বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে স্লোগানও দেন বিজেপি বিধায়করা। তারপর তাঁরা বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন।বিধানসভা থেকে তাঁদের সাসপেন্ড করার পর শুভেন্দু বলেন, "আমি বিরোধী দলনেতা। আমার বিধায়কদের চলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমি দায়বদ্ধ। আজকের অধিবেশনকে অগ্রাহ্য করেছি। কাগজকে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে ১০ মিনিট বিক্ষোভ দেখিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। তারপরই সাজানো প্লট মেনে বিরোধী দলনেতাকে টার্গেট করে এবং অন্য যেসব বিজেপি নেতা সরব হন, তাঁদের টার্গেট করা হয়। যাঁরা বিতর্কে ভাল বলেন, তাঁদের টার্গেট করা হয়।"

বিরোধী দলনেতা বলেন, "বিশ্বনাথ কারক ওইসময় অধিবেশন কক্ষে ছিলেন না। বঙ্কিম ঘোষ নিজের আসনে বসে সরব হয়েছিলেন। তিনি কিংবা অগ্নিমিত্রা পাল ওয়েলে নামেননি। তাঁদেরও সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই নিয়ে বিরোধী দলনেতা-সহ বিজেপি বিধায়কদের চারবার সাসপেন্ড করা হল।"সাসপেন্ড করার কারণ হিসেবে বিরোধী দলনেতা বলেন, "আগামিকাল রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই, বিরোধী দলনেতা-সহ বিজেপির আরও তিন বিধায়ককে বাইরে রাখা হল। যাতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দ্বিধায় ফাঁকে মাঠে বক্তব্য রাখতে পারেন। আমি আপনাদের বলে গেলাম, আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য লাইভ স্ট্রিমিং হবে। এবং উনি যত মিথ্যা কথা বলবেন, তত বাংলার মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন।"

(১ম পাতার পর)

সুকান্ত বনাম শুভেন্দু কোন্দল প্রকাশ্যে

হলেন শ্যামল মাইতি। যাঁকে শাসক-বিরোধী সবস্তরের নেতারাই শ্রদ্ধা করেন। কারণ তিনি দক্ষ সংগঠক এবং বারবার সাফল্য পেয়েছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তাপসী মণ্ডল। এঁরা দু'জনেই সিপিএমে ছিলেন। এখন বিজেপিতে। আর সাংসদের মন্তব্য শোনার পর বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের কথায়, 'যে কোনও শ্রমিকের স্বাধীনতা আছে, যে কোনও ধরনের সংগঠন করার। আর এমপি মহাশয় হলদিয়া সম্পর্কে এখনও সব কিছু জানেন না। হলদিয়ার কেমন পরিবেশ তা জানেন না। উনি নতুন এসেছেন, ধীরে ধীরে জানবেন। বিধায়ক হিসাবে আমি কখনও কোনও শ্রমিক সংগঠন করিনি।' এবার গোটা বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তমলুক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শিবনাথ সরকার বলেছেন, 'আমরা একটা জিনিসই এখানে দেখতে পাচ্ছি, হলদিয়াতে টাকা কীভাবে লুঠ করা যায় তার প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।'সেটি নিয়েই খোঁচা দিয়েছিলেন জগন্নাথ। তার জেরে আইনি নোটিশ পর্যন্ত পেতে হয়েছে তাঁকে। এবার বিরোধী দলনেতার খাসতালুকে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের দলীয় কোন্দল একেবারে কলতলার ঝগড়ায় চলে আসায় এখন আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে সংগঠন। আর সেটা ঘটেছে সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলের মধ্যে।এদিকে হলদিয়ায় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের (বিএমএস) সমাবেশে আমন্ত্রণ পেলেন না হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল। আর এই সমাবেশ থেকেই তাপসী মণ্ডলকে কড়া আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। যে সাংসদকে এখানে জেতাতে দিনরাত এক করে দিয়েছিলেন তাপসী মণ্ডল আজ তাঁকেই নাম না করে কাঠগড়ায় তুললেন একদা বিচারপতি অধুনা সাংসদ। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এখানে এসে সরাসরি সুর সপ্তমে চড়িয়ে বলেন, 'কেউ কেউ এখান থেকে ভাঙিয়ে অন্য সংগঠন করছেন।' তারপরই পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডলও। তাঁর বক্তব্য, 'হলদিয়া সম্পর্কে সাংসদ কিছুই জানেন না।'

অন্যদিকে রবিবার হলদিয়ার টাউনশিপে বন্দরের বিবি ঘোষ অডিটোরিয়ামে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের (বিএমএস) একটি সমাবেশ হয়। ওই সমাবেশের আমন্ত্রণপত্রে নাম ছিল জেলার দুই বিজেপি সংসদ সদস্য অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌমেন্দু অধিকারীর। প্রাক্তন সাংসদ তমলুক দিব্যেন্দু অধিকারীরও নাম ছিল। কিন্তু ছিল না বিধায়ক এবং জেলা সভাপতির নাম। এখান থেকেই গোষ্ঠীকোন্দলের সূত্রপাত। কারণ বিজেপি তমলুকের সাংসদের অভিযোগ, 'বিএমএসের ওপর যাঁরা নির্ভর করেন, তাঁদেরকে ভেঙে বিজেএমসি'তে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আমাদেরই দলের দু'একজন নেতাস্তরের লোক তা করেছে। সেটা করতে বারণ করেছি। আমি বলেছি, আপনারা এঁদের দ্বারা প্রতারিত হবেন না। ওটা প্রতারণামূলক সংগঠন।'

এম সি মেরি কম, অবনী লেখারা এবং সুহাস যতীরাজ পরীক্ষা পে চর্চার সপ্তম পর্বে অংশ নিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৫-এর উদ্বোধনী পর্বে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সূচিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গ হিসেবে আজ সম্প্রচার হলো সপ্তম পর্বের। এতে ছিলেন তারকা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এম সি মেরি কম, অবনী লেখারা এবং সুহাস যতীরাজ। তাঁরা লক্ষ্য স্থির করা, ধৈর্য এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানোর বিষয়ে বলেন। তাঁরা তাদের ক্রীড়া জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নেন।

মেরিকম জানান, বক্সিং মেয়েদের খেলা নয়, সাধারণ মানুষের এই ধারণা তিনি বদলে দিয়েছেন। শুধু নিজের জন্যই নয়, দেশের সকল মহিলাদের জন্যই তাঁর এই পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যে নিজেকেই নিজের পরিচালক হবার পরামর্শ দিয়েছেন তার উল্লেখ করে তিনি নিজের জীবনে কন্যা, স্ত্রী এবং জননীরূপে ভূমিকা পালনের কথা জানান। তিনি কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং লেগে থাকার উপর জোর দিয়েছেন।

সুহাস যতীরাজ ছাত্র-ছাত্রীদের নেতিবাচক চিন্তা ঝেড়ে ফেলার জন্য মনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, ভয়কে দূর করলেই স্বাভাবিক খেলা এবং উৎকর্ষ অর্জন করা সম্ভব। তিনি এও বলেন, সূর্যের মতো উজ্জ্বল হতে গেলে সূর্যের মতো নিজেকে পোড়ানোর জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ধৈর্য এবং দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, সঙ্গীত ইতিবাচক শক্তি যোগায়। শুদ্ধ

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতি জাতীয় জনজাতি উৎসব 'আদি মহোৎসব'-এর উদ্বোধন করেছেন

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ (১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) নতুন দিল্লিতে জাতীয় জনজাতি উৎসব আদি মহোৎসবের সূচনা করেছেন।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, আদি মহোৎসব জনজাতি ঐতিহ্যকে তুলে ধরার এবং প্রচার করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই ধরনের উৎসব জনজাতি সমাজের উদ্যোগপতি, কারিগর এবং শিল্পীদের বিপুল সুযোগ দেয় বাজারের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, জনজাতি সমাজের কারুশিল্প, খাদ্য, পোশাক ও গহনা, চিকিৎসা পদ্ধতি, গৃহস্থালির উপকরণ এবং খেলাধুলো দেশের মূল্যবান ঐতিহ্য। একইসঙ্গে তারা আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কারণ প্রকৃতির সঙ্গে স্বাভাবিক সম্প্রীতি এবং সুস্থায়ী জীবনশৈলীর আদর্শ প্রদর্শন করে তারা।

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, গত ১০ বছরে জনজাতি সমাজের সার্বিক উন্নয়নে একাধিক কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জনজাতি উন্নয়ন বাজেট পাঁচগুণ বৃদ্ধি করে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। এছাড়া জনজাতি কল্যাণ বাজেট বরাদ্দ তিনগুণ বাড়িয়ে ১৫ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। জনজাতি সমাজের উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়ার কারণ হল, জনজাতি সমাজ এগোলে আমাদের দেশও প্রকৃত অর্থে এগোবে। সেই কারণে জনজাতি পরিচিতির জন্য গর্ব অনুভব করার পাশাপাশি বহুমুখী প্রয়াশ নেওয়া হচ্ছে দ্রুত গতিতে জনজাতি সমাজের উন্নয়নের জন্য।

রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, জনজাতি সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। যে কোনো সমাজের উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ জানিয়ে তিনি বলেন, এটা খুশির বিষয় যে, দেশে প্রায় ১.২৫ লক্ষ জনজাতি শিশু বিদ্যালয় শিক্ষা পাচ্ছে ৪৭০-এর বেশি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। গত ১০ বছরে ৩০টি নতুন মেডিকেল কলেজ চালু হয়েছে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। জনজাতি সমাজের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে একটি জাতীয় অভিযানের সূচনা হয়েছে। এই অভিযানে ২০৪৭-এর মধ্যে সিকল্ সেল অ্যানিমিয়া দূরীকরণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

নতুন দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ আদি মহোৎসবের আয়োজন করেছে জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক। এই উৎসবের লক্ষ্য আমাদের দেশের জনজাতি সমাজের সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ চিরাচরিত সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চল্লিশতম পর্ব)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে এই মন্দিরে ষোড়শ উপাচারে পুজো দেওয়া হয়েছিল।

আবার শুধু ইংরেজরাই নয়। ওয়ার্ড লিখেছেন, প্রতি মাসে প্রায় পাঁচ'শ জন মুসলমান এখানে পুজো দিয়ে যেতেন।

কালীঘাটে মূল পুজো আটটি- রক্ষাকালী, স্নানযাত্রা, জন্মাষ্টমী, মনসাপুজো, দুর্গাপুজো, শীতলাপুজো, চড়ক ও গাজন এবং রামনবমী।

কালীঘাটে কালীপুজোর রাতে দেবীকে কালীরূপে নয়, লক্ষ্মীরূপে আরাধনা করা হয়। কালীঘাটের এই লক্ষ্মীপুজো মহালক্ষ্মী পুজো নামেও খ্যাত। এর আর এক নাম শ্যামা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

হাসিনাকে হঠানো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জোটে ভাঙন, নয়া সংগঠনের ঘোষণা বিক্ষুব্ধদের

সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 'বিক্ষুব্ধদের নতুন সংগঠন গড়ার ঘোষণা যথেষ্টই ইঙ্গিতবহ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। জুলাই-অগস্টে কোটা তুলে দেওয়ার দাবিতে গঠিত হয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে এক সংগঠন। ওই সংগঠনের সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বেশ কয়েকজন। প্রথম থেকেই আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রথম সারিতে ছিলেন আবুল বাকের মজুমদার-হাসিব আল ইসলামরা। কিন্তু গত ৫ অগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব হাইজ্যাক করে নেন সারজিস আলম হাসনাত আবদুল্লাহ, নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদের মতো হিযবুত তাহরী এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতারা। এর মধ্যে নাহিদ এবং আসিফ তদারকি সরকারের উপদেষ্টা (মন্ত্রীর সমমর্যাদার) পদ বাগিয়ে নেন। সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহরা শুরু করেন টেন্ডার ও নিয়োগ বাণিজ্য। অর্থাৎ কারা সচিব, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের পদ পাবেন তা ঠিক করার দায়িত্ব পান। আর ওই নিয়োগ বাণিজ্যের নামে কোটি-কোটি টাকা তোলাবাজি করার অভিযোগ ওঠে দু'জনের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, সরকারি টেন্ডার কোন সংস্থা পাবে তাও ঠিক করে দিচ্ছেন হিযবুত তাহরীর শীর্ষ নেতা হিসাবে পরিচিত সারজিস ও হাসনাত। শুধু তাই নয়, দুজনের নির্দেশেই গত ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি মাটিতে গুঁড়িয়ে দেয় হিযবুত জঙ্গিরা।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ফুলশয্যার রাতে তার বউ তাকে জিজ্ঞেস করে এত লোক, এত রাজকুমার থাকতে কেন হাতি তার গলাতে মালা দিয়েছিল! সে তখন বউকে ষোল সোমবার ব্রতের কথা বলে। তার বউ পুত্রলাভের আশায় ষোল সোমবার নিষ্ঠাভরে পালন করে এবং একটি পুত্রসন্তান লাভ করে। সেই পুত্র বড় হয়ে মায়ের কাছে জানতে চায় মা কিভাবে তাকে পেল!

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের বঙ্গসফরের মেয়াদ বাড়ল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

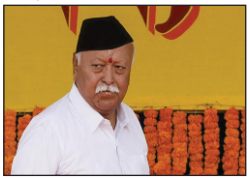

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের বঙ্গসফরের মেয়াদ বাড়ল। এ যাত্রায় রবিবারই পশ্চিমবঙ্গে ভাগবতের যাবতীয় কর্মসূচি শেষ হওয়ার কথা ছিল। সোমবার বিশ্রাম নিয়ে তাঁর ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেই সূচি বদলে গেল। বিশ্রাম তো হচ্ছেই না, সোমবার বাংলা ছাড়ছেনও না সঙ্ঘ প্রধান।রবিবার ভাগবতের সমাবেশে রাজ্য বিজেপির সামনের সারির অনেক নেতা হাজির ছিলেন। রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার, সাংসদ তথা রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ সরকার, সাংসদ তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় মাহাতো, বিধায়ক তথা আর এক সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সতীশ ঢোন্ড তাঁদের অন্যতম। ছিলেন বেশ কয়েক জন বিধায়কও। সভা শেষে সুকান্তের সঙ্গে ভাগবতের বেশ কিছুক্ষণ আলাদা কথাবার্তা হয়। আরএসএস প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে ঢুকেছিলেন জ্যোতির্ময়, অগ্নিমিত্রা, জগন্নাথও। তবে কী কথা হয়েছে, তা নিয়ে কেউই মুখ খোলেননি।৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে আসেন ভাগবত। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় তাঁর সাংগঠনিক কর্মসূচি। ভাগবত কলকাতায় পা রাখার আগের দিন দক্ষিণবঙ্গ আরএসএসের সদর দফতর কেশব ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। সেখানে সঙ্ঘের তরফে জিষ্ণু বসু এবং বিপ্লব রায় জানিয়েছিলেন ভাগবতের সবিস্তার কর্মসূচি। সেই অনুযায়ী সোমবার ভাগবতের বাংলা ছাড়ার কথা। কিন্তু রবিবার পূর্ব বর্ধমানের তালিতে সঙ্ঘের ডাকা 'একত্রীকরণ সমাবেশ' শেষ হওয়ার পরে জানা গেল, বেড়ে গিয়েছে ভাগবতের বঙ্গসফরকাল। আরএসএস প্রধানের সফরসূচি এ ভাবে বদলে যাওয়া বা দীর্ঘায়িত হওয়া সঙ্ঘ পরিবারে বিরল ঘটনা।কেশব ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনের দিন বিপ্লব বার বার বলেছিলেন, 'সরসঙ্ঘচালক বা সরকার্যবাহের মতো সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের সফরসূচি বছরের শুরুতেই নির্ধারিত হয়ে যায়। সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারেই বছরের শুরুতে সূচি তৈরি হয়।'' সাংবাদিক সম্মেলনে এ প্রশ্নও সে দিন উঠেছিল যে, বাংলাদেশের চলতি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সঙ্ঘপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে এমন বেনজির দীর্ঘ সফরে আসছেন কি না! জবাবে জিষ্ণু বলেছিলেন, 'হঠাৎ করে কোনও পরিস্থিতির উদ্ভবের কারণে কখনও সরসঙ্ঘচালকের সফরসূচি নির্ধারিত হয় না বা বদলায় না। বাংলাদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে মোহনজির দীর্ঘ বঙ্গসফরের কোনও সম্পর্ক নেই।' কিন্তু সঙ্ঘ সূত্রেই রবিবার জানা গেল, সূচিতে পরিবর্তন হয়েছে।সঙ্ঘপ্রধান প্রত্যেক সফরেই যে প্রকাশ্য সমাবেশ করেন, এমন নয়। তবে কোনও সফরে প্রকাশ্য কর্মসূচি থাকলে, তা সাধারণত একেবারে শেষ কর্মসূচি হিসেবেই রাখা হয়। প্রকাশ্য সভা বা একত্রীকরণ সমাবেশের পরে আর কোনও কর্মসূচি রাখা হয় না। তার পরে একটা দিন হাতে রাখা হয় বিশ্রাম তথা প্রস্থানের জন্য (সঙ্ঘের ভাষায় ট্রানজিট ডে)। এ যাত্রায় ১৩ ফেব্রুয়ারি এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি

এরপর ৬ পাতায়

(৩ পাতার পর)

এম সি মেরি কম, অবনী লেখারা এবং সুহাস যতীরাজ পরীক্ষা পে চর্চার সপ্তম পর্বে অংশ নিয়েছেন

ভাবনার গুরুত্বকে তিনি তুলে ধরেন।

অবনী লেখারা দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন। তিনি জানান, দক্ষতা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, ভয় কমায়। খেলার জগতের উদাহরণ দিয়ে তিনি পড়াশুনার পাশাপাশি বিশ্রামের গুরুত্ব এবং পরীক্ষার আগে ভালো করে ঘুমনোর উপর জোর দেন। আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উপযোগী কিছু কাজকর্ম করার পরামর্শ দেন।

এই আলাপচারিতায় ছাত্র-ছাত্রীরা নানা প্রশ্ন করে। দুবাই এবং কাতার থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেয় এবং অতিথিদের সামনে কিছু প্রশ্ন রাখে।

সব অতিথিই একসুরে সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রমের উপর জোর দেন। বলেন, সহজ রাস্তায় সাফল্য আসে না।

সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কিছু বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ দিচ্ছেন। এই অনুষ্ঠানের পর ছাত্র-ছাত্রীরা জানালেন তাঁরা কতটা উপকৃত হয়েছেন।

৮ পর্বের এই পরীক্ষা পে চর্চা সারা দেশের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এর শুরু হয়েছিল ১০ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লির সান্ডার নার্সারিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আলাপচারিতার মাধ্যমে। সারা দেশের ৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন পুষ্টি, সুস্থতা, মানসিক চাপ মুক্ত হওয়ার পদ্ধতি, সমস্যার মোকাবিলা করা, নেতৃত্বদানের কৌশল, বইয়ের বাইরেও ৩৬০ ডিগ্রি বৃদ্ধি, ইতিবাচক দিক খুঁজে নেওয়া সহ বিভিন্ন বিষয়ে।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, সেই মতো ক্ষমতায় আসার পরেই যমুনা পরিষ্কারের কাজ শুরু করল বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নির্বাচনে জিতে দিল্লিতে সদ্য ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ক্ষমতায় এসেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মেনে শুরু হল যমুনা নদী পরিষ্কারের কাজ। রবিবার দুপুরে ট্রাশ স্কিমার্স, ওয়াটার উইড হারভেস্টার এবং ড্রেজ ইউটিলিটি ক্রাফটের মতো অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে শুরু হল নদী থেকে আবর্জনা অপসারণের 'অভিযান'।আগামী তিন বছরের মধ্যে যমুনা পরিষ্কারের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে বিজেপি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই যমুনা-সাফাই অভিযান সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য দিল্লি জল বোর্ড, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, পৌর কর্পোরেশন, পরিবেশ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ এবং দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা এক সঙ্গে কাজ করবে। সঙ্গে কারখানাগুলি থেকে নর্দমা মারফত যমুনায় মেশা অপরিশোধিত বর্জ্যের উপর কড়া নজরদারি করবে দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটি (ডিপিসিসি)।দিল্লিতে ভোটপ্রচার পর্বে বার বারই আলোচনার কেন্দ্রে থেকেছে যমুনার জল! কখনও যমুনার জলে বিষ মেশানোর অভিযোগ তুলেছেন আপ প্রধান তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল, কখনও আবার যমুনার দূষণ নিয়ে পাল্টা তোপ দেগে আপের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধীরা। তবে সব দলই ভোটের আগে নিরন্তর প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে, ক্ষমতায় এলে তাদের হাত ধরেই শুরু হবে যমুনা নদী পরিষ্কারের কাজ! ক্ষমতায় এসে শেষমেশ সেই পথেই হাঁটল বিজেপি।রবিবার দিল্লিতে যমুনা নদী পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের সঙ্গে একটি বৈঠকও করেছিলেন দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা। সেই বৈঠকের পরেই অবিলম্বে পরিষ্কারের কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, যমুনা পরিষ্কারের লক্ষ্যে চতুস্তরীয় কৌশলও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম স্তরে, যমুনা নদীতে জমে থাকা আবর্জনা, পলি এবং অন্যান্য ময়লা অপসারণ করা হবে। এর পর বড় বড় ড্রেনগুলি পরিষ্কারের কাজ শুরু হবে। তৃতীয়ত, পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগারগুলির (এসটিপি) ক্ষমতা ও কার্যকারিতা নিয়মিত যাচাই করে দেখা হবে। সব শেষে, দৈনিক প্রায় ৪০০ এমজিডি (মিলিয়ন গ্যালন) পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ঘাটতি পূরণের জন্য নতুন এসটিপি/ ডিএসটিপি নির্মাণ করা হবে।

(৫ পাতার পর)

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের বঙ্গসফরের মেয়াদ বাড়ল

ট্রানজিট হিসেবে নির্ধারিত ছিল। ১৩ ফেব্রুয়ারিতে সূচি মেনেই কাজ হয়েছে। কিন্তু ১৭ ফেব্রুয়ারির সূচি বদলে গেল। সোমবার ভাগবত বিশ্রাম তো নিচ্ছেনই না। বাংলা ছেড়ে যাচ্ছেনও না। বর্ধমান শহরে গত কয়েক দিন যেখানে ছিলেন, সোমবারও সেখানেই থাকছেন বলে জানা গিয়েছে। সোমবার বিকেল পর্যন্ত একাধিক কর্মসূচি যোগ হয়েছে। সে সব সেরে তিনি মঙ্গলবার সকালে বর্ধমান থেকে কলকাতা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেবেন বলে সঙ্ঘ সূত্রে জানা গিয়েছে।কারণে সরসঙ্ঘচালকের সূচিতে এই বদল, তা নিয়ে আরএসএসের কোনও পদাধিকারী মুখ খোলেননি। সফর যে এক দিন দীর্ঘায়িত হয়েছে, সে কথাও প্রথমে কেউ বলতে চাননি। পরে পূর্ব ভারতের সঙ্ঘচালক জয়ন্ত রায়চৌধুরী এবং আর এক সঙ্ঘনেতা সুশোভন মুখোপাধ্যায় এ খবরের সত্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু সফর দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণ সম্পর্কে তাঁরাও কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

আরএসএস সূত্রের খবর, 'মধ্যবঙ্গ' সাংগঠনিক এলাকায় কার্যকলাপ দ্রুত বাড়াতে চাইছেন ভাগবত। আরএসএসের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলা যে তিনটি প্রদেশে বিভক্ত, তার মধ্যে 'মধ্যবঙ্গ'কে 'দক্ষিণবঙ্গের' চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় বলে ধরা হয় বলে সঙ্ঘ সূত্রের দাবি। কিন্তু সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সঙ্ঘ পরিবার সাম্প্রতিক কালে জমি হারিয়েছে। নির্বাচনী ফলাফলে অন্তত তার প্রতিফলন রয়েছে। উত্তরবঙ্গে ২০১৯-এর লোকসভা, ২০২১-এর বিধানসভা এবং ২০২৪-এর লোকসভা, তিন নির্বাচনেই তৃণমূলকে পিছনে ফেলেছে বিজেপি।তাই উত্তরবঙ্গ নিয়ে সঙ্ঘ নেতৃত্ব খুব চিন্তিত নন। কিন্তু 'মধ্যবঙ্গে' ছবি অন্য রকম। ২০১৯ সালে সেখানে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি সেয়ানে সেয়ানে টক্কর নিলেও ২০২১ এবং ২০২৪-এ বিজেপিকে ওই এলাকায় ক্রমশ জমি হারাতে দেখা গিয়েছে। ২০১৯-এর ভোটে ওই এলাকা থেকে যে সব লোকসভা আসন বিজেপি জিতেছিল, ২০২৪-এ তার অনেকগুলিই হাতছাড়া হয়েছে। আসানসোল, বর্ধমান-দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, হুগলির মতো জেতা আসন ধরে রাখা যায়নি। উল্টে আরামবাগের মতো 'সম্ভাবনাময়' আসনেও বিজেপির ফল আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। এই পরিস্থিতি কি ভাগবতকে আরও একদিন আটকে দিল? উর্বর জমির অনুর্বর হয়ে পড়া আটকাতেই কি ভাগবত তাঁর সফরসূচি দীর্ঘায়িত করলেন? এ সব প্রশ্নই ঘুরতে শুরু করেছে।

সরসঙ্ঘচালকের বৈঠকে বা কর্মসূচিতে বিজেপির নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে কখনও আলোচনা হয় না বলে সঙ্ঘ সূত্রের দাবি। তাই 'মধ্যবঙ্গে' কটা আসন বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে, কেন হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ভাগবত সফরকাল বাড়িয়ে দেবেন, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই বলে দাবি করেছেন সঙ্ঘের পদাধিকারীরা। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে সরাসরি ভাবিত না হলেও, বিজেপির নির্বাচনী ফলাফলে সঙ্ঘ পরিবারের বিস্তার বা সংকোচনের ইঙ্গিত কিছুটা হলেও যে নিহিত থাকে, সে কথা কেউ অস্বীকার করছেন না। সেই ফলাফলকে গুরুত্ব না-দিয়েও ভাগবতরা পারবেন না। তাই 'উর্বর' হয়ে ওঠা জমিতে হঠাৎ 'ফলন' কম কেন, সে প্রশ্ন নিয়ে সঙ্ঘচালকের বৈঠকগুলিতে আলোচনা হয়েছে বলে সঙ্ঘ-ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষকদের ধারণা। এই পরিস্থিতিই ওই এলাকার প্রতি ভাগবতকে আরও একটু যত্নশীল করে তুলল বলে সঙ্ঘ সূত্রের দাবি।

সিনেমার খবর

শাহিদ কাপুরের জীবন বিষিয়ে তুলেছিলেন যে স্টারকিড

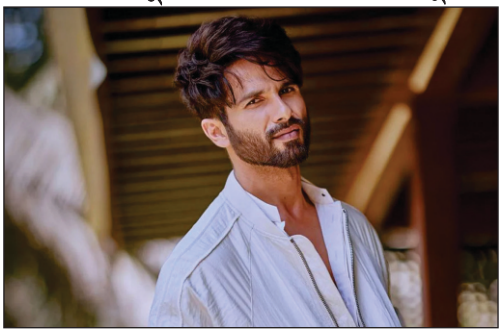

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

শাহিদ কাপুর, এক কথায় বলতে গেলে বলিউডের হটকেক। তার ভক্তের সংখ্যা নেহাতই কম নয়। ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয় তার প্রতিটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট। বরাবরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় তিনি। নাচের ক্ষেত্রেও তার সুনাম রয়েছে। সুপুরুষ এই স্টারকে তাই গোপনে মন দিয়েছেন অনেকেই। তাই বলে গোপনে প্রেম! দিনের পর দিন নাজেহাল হতে হয় শাহিদ কাপুরকে তার এক ভক্তের জন্য। না, তিনি বাইরের কেউ নন, বরং বলিউডেরই এক স্টারকিড।

মীরা রাজপুতের সঙ্গে শহিদ কাপুরের সম্পর্কের সমীকরণের কথা কম বেশি সকলেই জানেন। তারা একে অন্যের সঙ্গে দিব্যি সংসার করছেন।

শাহিদ কাপুরের জীবনে আরও এক নারীর প্রভাব ছিল। যদিও সেই সম্পর্কে রীতিমত মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে অভিনেতাকে। আর সম্পর্কের সংজ্ঞা কেবলই ভক্ত ও অভিনেতার মধ্যে থাকা সহজ সমীকরণ। তবে সেই সম্পর্ক যে এই পর্যায় পৌঁছে যাবে, তা প্রাথমিকভাবে বুঝতে পারেননি শাহিদ কাপুর। প্রয়াত অভিনেতা রাজ কুমারের মেয়ে ভস্তভিকা পন্ডিতের সঙ্গে তার আলাপ হয় নাচের ক্লাসে।

স্টারকিডের সঙ্গে আলাপও হয় শহিদের। প্রথম দেখাতেই শাহিদ কাপুরকে মন দিয়ে বসেছিলেন স্টারকিড। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হয় শাহিদের অস্বস্তি। বারে বারে শাহিদ কাপুরকে মুগ্ধ করার জন্য যা যা করতেন তিনি, তাতেই বেজায় সমস্যার মুখে পড়তে হতো শাহিদ কাপুরকে। শুটিং সেটে চলে যাওয়া, বিরোক্ত করা, কাজে সমস্যা সৃষ্টি করা, গাড়ির বোনেটে বসে থাকা প্রভৃতি চলতে থাকে দীর্ঘ দিন ধরে।

একটা সময় তিনি শাহিদ কাপুরকে পেতে শাহিদের ঠিক পাশের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন ও সকলকে জানিয়ে দেন যে তিনি শাহিদ কাপুরের স্ত্রী। এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি শাহিদ কাপুর। বাধ্য হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন অভিনেতা।

মৃত্যুর আগে ৭২ কোটির সম্পত্তি লিখে দিলেন নারী ভক্ত, জানেনও না সঞ্জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের শক্তিমান অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। ব্যক্তিগত জীবনে সুনীল দত্ত ও নার্গিসের সন্তান তিনি। ১৯৮১ সালে 'রকি' সিনেমার হাত ধরে অভিনয় জগতে পা রাখেন সঞ্জুবাবা। প্রথম ছবিই হিট। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

১৩৫টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছে সঞ্জয় দত্ত। তার একসময়ের 'চকোলেট বয়' ইমেজ বহু তরুণীর হৃদয়ে ঝড় তুলেছিল। যে কারণে সঞ্জয়ের মহিলা অনুরাগীর সংখ্যা ছিল হাজারো।

সম্প্রতি উঠে এসেছে সঞ্জয় দত্তের এমনই এক মহিলা অনুরাগীর কথা। যিনি সঞ্জুবাবার জন্য ঠিক কী করেছিলেন, জানলেও তার অন্য ভক্তরাও চমকে উঠবেন।

ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন সঞ্জয় দত্তের একনিষ্ঠ অনুরাগী নিশা পাতিল। সালটা ছিল ২০১৮। সে বছর পুলিশের কাছ থেকে একটি ফোন পান সঞ্জয়। জানতে পারেন, তার মহিলা অনুরাগী নিশা নিজের মৃত্যুর আগে অভিনেতার নামে তার কোটি টাকার সম্পত্তি উইল করে গেছেন।

নিশা পাতিলের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৭২ কোটি টাকা। এমনকি তিনি ব্যাঙ্কগুলোকেও চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, তার সকল সম্পত্তি সঞ্জয় দত্তকে দিয়ে দেওয়া হোক।

এমন ঘটনা পুলিশের কাছ থেকে জানতে পেরে হতবাক হয়ে যান খোদ সঞ্জয় দত্তও। তবে অভিনেতা নিশাকে চিনতেন না। কোনোদিন তাদের দেখাও হয়নি। যে কারণে ভক্তের এমন পাগলামো কর্মকাণ্ডে সায় দেননি তিনি।

সঞ্জয় জানান, পুরো ঘটনায় তিনি অভিভূত। তবে নিশার সম্পত্তি ভোগ করতে চান না তিনি।

অভিনেতা বলেছিলেন, 'আমি কোনো দাবি করব না। আমি নিশাকে চিনতাম না এবং পুরো ঘটনা নিয়ে আমি এতটাই অভিভূত যে এ বিষয়ে কথা বলাও কঠিন'

অভিনেতার আইনজীবী নিশ্চিত করেন, 'আমরা জানিয়ে দিয়েছি, সঞ্জয় দত্ত কোনো সম্পদের ওপর দাবি জানাবেন না এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সকল সম্পদ নিশার পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মেনে চলবেন।'

ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্জয় দত্ত নিজেই ২৯৫ কোটি টাকার মালিক। ছবি পিছু তিনি ৮-১৫ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নেন বলে জানা যায়। তার মুম্বাই ও দুবাইতে বাড়ি ও গাড়ি সবই রয়েছে। একটি হুইস্কি ব্র্যান্ডের মালিক তিনি, আবার একটি ক্রিকেট দলেরও সহ-মালিক। রয়েছে আরও একাধিক ব্যবসা।

শাহরুখ-অমিতাভদের থেকে যে পরামর্শ নিলেন মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতীয় শোবিজাঙ্গনের উন্নতি সাধনে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মোদি সরকার। দেশের সিনেশিল্পকে আরও চাঙ্গা করতে ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট সামিটে শুক্রবার গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রির একাধিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সেখানেই অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, অক্ষয় কুমার, রজনীকান্ত, অনুপম খেরদের কাছ থেকে পরামর্শ নেন কীভাবে বলিউড কিংবা দক্ষিণী সিনে ইন্ডাস্ট্রিকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় আরও উচ্চস্তরে পৌঁছে দেওয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বিনোদন জগতের তারকারা নিজস্ব মতামত পেশ করেন। ভিডিও কলের সেই বৈঠকে দেশের সিনেশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কী কী করণীয়,

প্রত্যেকেই সে বিষয়ে মতামত পেশ করেন।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস) চালু করেন। সেই সময়েই তিনি জোর দিয়ে বলেন, সিনেমা এবং বিনোদন শিল্প দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করছে।

শুক্রবার সেই প্রেক্ষিতেই তারকাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন প্রধানমন্ত্রী। যেখানে উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, চিরঞ্জিবী, মোহনলাল, রজনীকান্ত, আমির খান, এ আর রহমান, অক্ষয় কুমার, রণবীর কাপুর, দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ, হেমা মালিনী থেকে শুরু করে দীপিকা পাড়ুকোন, আনন্দ মাহিন্দ্রা, মুকেশ আম্বানিদের মতো ব্যক্তিত্বরাও।

এদিন ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিটের বিষয়ে বিভিন্ন ময়দানের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আলোচনা হয় মোদির। চলতি বছরেই অনুষ্ঠিত হবে এই ইভেন্ট।

ভারত সরকারের তরফে বিশ্বমানের অনুষ্ঠান আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। যেখানে ভারতের সিনেমা জগতে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে বিনিয়োগ আসতে পারে। এতে ভারতের অর্থনীতিও যে চাঙ্গা হবে, তা বলাই বাহুল্য।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ফেভারিট ভারত : ক্লার্ক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দরজায় কড়া নাড়ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ইতোমধ্যে টুর্নামেন্টে নিয়ে বিশ্লেষণভিত্তিক মতামত জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং ও দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ব্যাটার এবি ডি ভিলিয়ার্স। এবার এই তালিকায় যুক্ত হলেন মাইকেল ক্লার্ক।

ক্লার্কের মতে, এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফেভারিট ভারত। নিজ দেশ অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ভারতকেই এগিয়ে রাখলেন বিশ্বকাপজয়ী কাপ্তান। তবে অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেডকে পছন্দের তালিকায় রেখেছেন ক্লার্ক। বাঁহাতি এই ব্যাটারের ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট

মাইকেল ক্লার্ক

হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বলে মনে করেন সাবেক তারকা ব্যাটার।

হেডকে টুর্নামেন্টসেরার জন্য বেছে নিলেও রোহিত শর্মা সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হবেন বলে মনে করেন ক্লার্ক। বল হাতে তার সবচেয়ে বেশি ভরসা ইংলিশ পেসার জফরা আর্চারের ওপর। আর্চারই এবারের আসরের সেরা উইকেট শিকারী হবেন বলেও মনে করেন ক্লার্ক।

বিয়ন্ড ক্রিকেট পডকাস্টে ক্লার্ক বলেন, 'আমি বলছি, ভারত (চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি) জিতবে। আমি তাদের অধিনায়ক রোহিতের পক্ষেই বাজি ধরব। সে আবারও ফর্মে ফিরে এসেছেন। আমি বলব রোহিত শর্মা টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হবেন। তাকে আবার রান করতে দেখতে ভালোই লাগছে। আমি মনে করি, ভারতের অবশ্যই তাকে প্রয়োজন।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি জফরা আর্চারের নাম নিতে চাই সর্বোচ্চ উইকেটের জন্য। আমি ইংল্যান্ডের অবস্থা জানি, আমি আশা করছি না তারা খুব ভালো কিছু করে দেখাবে। তবে আমার মনে হয় সে একজন মহাতারকা।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে রিজওয়ানের চোখে যে ভুল চোখে পড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। এমন হারের পর দলের বেশ কিছু জায়গায় সমস্যা খুঁজে পেয়েছেন অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান।

উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য কঠিন হলেও গ্লেন ফিলিপস অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন। যার প্রশংসা করে রিজওয়ান বলেন, 'যখন আমরা হেরেছি, তখন এটা বলা কঠিন যে আমাদের বোলিংয়ের সময় উইকেটটা একটু কঠিন ছিল। তবে ফিলিপস যেভাবে ব্যাটিং করেছে তা অসাধারণ ছিল।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে দলের কোথায় আরও উন্নতি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন- এমন প্রশ্নের জবাবে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, 'আমরা যখন আমাদের উন্নতির কথা বলি তখন আমি বলব, আমাদের ফিল্ডিং নিয়ে আরও কাজ করতে হবে।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে তারকা পেসার হারিস রউফের চোট নিয়ে মাঠ ছাড়া দলের জন্য বাড়তি চিন্তার। এ বিষয়ে রিজওয়ান বলেন, 'এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তবে এটি গুরুতর চোট নয়।'

দলের ব্যাটিং নিয়ে অধিনায়ক বলেন, 'ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে আমাদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যাট করতে হবে। উইকেট পতন হলে আমাদের আবার ভালো জুটি গড়ে তুলতে হবে।'

এদিকে সোমবার লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ত্রিদেশীয় সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ইংল্যান্ড দলে ইনজুরির হানা

জ্যাকব বেথেল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দরজায় কড়া নাড়ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এর আগে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান জ্যাকব বেথেল।

ভারতের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে খেলেছিলেন বেথেল। গত বৃহস্পতিবার হেরে যাওয়া ওই ম্যাচে ৫১ রান করেন বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান। চোটের কারণে রবিবার দ্বিতীয় ওয়ানডেতে খেলতে পারছেন না তিনি।

আগামী বুধবার মাঠে গড়াবে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ইংল্যান্ডের শেষ ওয়ানডেতেও খেলার সম্ভাবনা নেই ২১ বছর বয়সী বেথেলের।

পেশির চোট থেকে সেরে ওঠার লড়াইয়ে আছেন কিপার ব্যাটসম্যান জেমি স্মিথ। ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তাই ম্যাচটি বদলি ফিল্ডার হিসেবে কোচিং স্টাফে থাকা মার্কাস ট্রেসকোথিক ও পল কলিংউডের নাম দিতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে।

টম ব্যান্টনকে দলে যোগ করেছে ইংল্যান্ড। সোমবার ভারতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি।

বেথেলের চোটের মাত্রা শিগগিরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য সেরে উঠতে তার হাতে খুব বেশি সময়ও নেই। তবে সময়ের মধ্যে স্মিথ সেরে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। রবিবার দলের সঙ্গে ওয়ার্ম-আপও করেছেন তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে পরিবর্তন আনার শেষ সময় আগামী বুধবার।

এখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়ে ৯টি ওয়ানডে খেলেছেন বেথেল। দুই ফিফটিতে রান করেছেন ২১৮, ব্যাটিং গড় ৩১.১৪। কার্যকর বাঁহাতি স্পিনও করতে পারেন তিনি। ওয়ানডেতে নামের পাশে রয়েছে ৫ উইকেট।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR